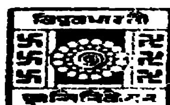
প্রায়শ্চিত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৬

পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৫, আশ্বিন ১৩৬৫, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, চৈত্র ১৩৬৯

অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ : ১৮৯২ শক

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

৩'১

বিজ্ঞাপন

বউঠাকুরানীর হাট -নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।

৩১শে বৈশাখ
সন ১৩১৬ সাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্রগণ

প্রতাপাদিত্য	যশোহরের রাজা
উদয়াদিত্য	যশোহরের যুবরাজ
বসন্ত রায়	প্রতাপাদিত্যের খুড়া, রায়গড়ের রাজা
রামচন্দ্র রায়	প্রতাপাদিত্যের জামাতা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা
রমাই	রামচন্দ্রের ভাঁড়
রামমোহন	রামচন্দ্র রায়ের মল্ল
ফর্নাণ্ডিজ	রামচন্দ্র রায়ের পোর্টুগীজ সেনাপতি
ধনঞ্জয়	একজন বৈরাগী
সীতারাম	প্রতাপাদিত্যের গৃহরক্ষক
পীতাম্বর	প্রতাপাদিত্যের অনুচর
প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী	
প্রতাপাদিত্যের মহিষী	
সুরমা	উদয়াদিত্যের স্ত্রী
বিভা	প্রতাপাদিত্যের কন্যা, রামচন্দ্র রায়ের মহিষী
বামী	প্রতাপাদিত্যের মহিষীর পরিচারিকা

প্রথম অঙ্ক

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য। যাক, চুকল!

সুরমা। কী চুকল?

উদয়াদিত্য। আমার উপর মাধবপুর পরগনা শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। জান তো, দু বৎসর থেকে সেখানে কী রকম অজন্মা হয়েছে। আমি তাই খাজনা আদায় বন্ধ করেছিলুম। মহারাজা আমাকে বলেছিলেন, যেমন করে হোক টাকা চাই।

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম।

উদয়াদিত্য। তোমার গহনা টাকা দিয়ে কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে কার? মহারাজার কানে গেলে কি রক্ষা আছে? আমি মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে টাকা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন সৈন্য বাড়াচ্ছেন, টাকা তাঁর চাই।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে।

উদয়াদিত্য। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুশি হবেন না— দয়া জিনিসটাকে তিনি মেয়েমানুষের লক্ষণ বলেই জানেন।—

কিন্তু তোমার ঘরে আজ এত ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যখন চিনল না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়াদিত্য। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা-যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা তো জানতুম না।

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা হয়েছে। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না।

উদয়াদিত্য। রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়াদিত্য। হাঁ, রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়াদিত্য। কথাটা কি আমার কাছে নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না। কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই!

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের? খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়াদিত্য। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

সুরমা। কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না— আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভারবহনের উপযুক্ত নও, এ কথা কি বললেই হবে? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিঁকতে পারে?

উদয়াদিত্য। রাজ্যভারটা নাই বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের?

সুরমা। না না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান

তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে? নাহয় দুঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়াদিত্য। আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার বাজে।

সুরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তর পাই।

উদয়াদিত্য। সুখ যদি পেয়ে থাক তো সে নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে। এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়াদিত্য। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না— সেই হয়েছে তোমার অপরাধ, মহারাজ তোমার উপরে রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য। ও কে ও! বিভা বুঝি! (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা! কী হয়েছে? এত রাত্রে কেন?

বিভা। (চুপিচুপি কিছু বলিয়া সরোদনে) দাদা, কী হবে?

উদয়াদিত্য। ভয় নেই, আমি যাচ্ছি।

বিভা। না না, তুমি যেয়ো না।

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। বাবা যদি জানতে পারেন?

উদয়াদিত্য। জানতে পারবেন না তো কী! তাই বলে বসে থাকব?

বিভা। যদি রাগ করেন?

সুরমা। ছি বিভা, এখন সে কথা কি ভাববার সময়?

বিভা। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, তুমি যেয়ো না, তুমি লোক পাঠিয়ে দাও। আমার ভয় করছে।

উদয়াদিত্য। ভয় করবার সময় নেই বিভা। [প্রস্থান

বিভা। কী হবে ভাই? বাবা জানতে পারলে জানি নে কী কাণ্ড করবেন।

সুরমা। যাই করুন-না বিভা, নারায়ণ আছেন।

২

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে ?

প্রতাপাদিত্য। কোন্ কাজটা ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, কাল যেটা আদেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। কাল কী আদেশ করেছিলুম ?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপাদিত্য। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী ?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্ত রায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপাদিত্য। তখন কী ? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপাদিত্য। হাঁ—

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপাদিত্য। নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না ? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে ?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপাদিত্য। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপাদিত্য। তুমি শিশু! খুন করাকে তুমি জুজু বলে জান! তোমার বুড়ি দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ! খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ

না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

প্রতাপাদিত্য। অমন তাড়াতাড়ি 'যে আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন তবে—

প্রতাপাদিত্য। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপাদিত্য। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপাদিত্য। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না।

মন্ত্রী। তাঁর সম্বন্ধে একটি সংবাদ আছে। কাল তিনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে একলা বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।

প্রতাপাদিত্য। কোন্ দিকে গেছে?

মন্ত্রী। পুবের দিকে।

প্রতাপাদিত্য। কখন গেছে?

মন্ত্রী। তখন রাত দেড় প্রহর হবে।

প্রতাপাদিত্য। নাঃ, আর চলল না। ঈশ্বর করুন আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়। এখনো ফেরে নি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না।

প্রতাপাদিত্য। একজন প্রহরী তার সঙ্গে যায় নি কেন?

মন্ত্রী। যেতে চেয়েছিল, তিনি নিষেধ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। তাকে না জানিয়ে, তার পিছনে পিছনে যাওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রী। তারা তো কোনো সন্দেহ করে নি।

প্রতাপাদিত্য। বড়ো ভালো কাজই করেছিল! মন্ত্রী, তুমি কি বোঝাতে চাও এ জন্যে কেউ দায়ী নয়। তা হলে এ দায় তোমার।

৩

পথপার্শ্বে গাছতলায় বাহকহীন পালকিতে বসন্ত রায় আসীন
পাশে একজন পাঠান দণ্ডায়মান

পাঠান। নাঃ, এ বুড়োকে মারার চেয়ে বাঁচিয়ে রেখে লাভ আছে। মারলে যশোরের রাজা কেবল একবার বকশিশ দেবে, কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখলে এর কাছে অনেক বকশিশ পাব।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, তুমিও যে ওদের সঙ্গে গেলে না?

পাঠান। হুজুর, যাই কী করে? আপনি তো ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে আপনার সব লোকজনদেরই পাঠিয়ে দিলেন— আপনাকে মাঠের মধ্যে একলা ফেলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাওরাবেন না। দেখুন, আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী, পরকালে সে ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে; যে আমার উপকার করে আমি তার কাছে ঋণী, কোনোকালেই সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

বসন্ত রায়। বা বা বা! লোকটা তো বেশ!— খাঁসাহেব, তোমাকে বড়ো ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে।

পাঠান। (সেলাম করিয়া) ক্যা তাজ্জব! মহারাজ ঠিক ঠাউরেছেন।

বসন্ত রায়। এখন তোমার কী করা হয়?

পাঠান। (সনিশ্বাসে) হুজুর, গরিব হয়ে পড়েছি, চাষবাস করেই দিন চলে। কবি বলেন, হে অদৃষ্ট, তৃণকে তৃণ করে গড়েছ সেজন্যে তোমাকে দোষ দিই নে। কিন্তু বটগাছকে বটগাছ করেও তাকে ঝড়ের ঘায়ে তৃণের সঙ্গে এক মাটিতে শোয়াও, এতেই বুঝেছি তোমার হৃদয়টা পাষাণ!

বসন্ত রায়। বাহবা বাহবা! কবি কী কথাই বলেছেন! সাহেব, যে দুটো বয়েত আজ বললে ও তো আমাকে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা

খাঁসাহেব, তোমার তো বেশ মজবুত শরীর, তুমি তো ফৌজের সিপাহি হতে পার।

পাঠান। হুজুরের মেহেরবানি হলেই পারি। আমার বাপ-পিতামহ সকলেই তলোয়ার হাতে মরেছেন। কবি বলেন—

বসন্ত রায়। (হাসিয়া) কবি যাই বলুন, আমার কাজ যদি না‍ও তবে তলোয়ার হাতে নিয়ে মরার শখ মিটতে পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ থেকে খোলবার সুযোগ হবে না। প্রজারা শান্তিতে আছে— ভগবান করুন, আর লড়াইয়ের দরকার না হয়। বুড়ো হয়েছি, তলোয়ার ছেড়েছি, এখন তার বদলে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করেছে।

[সেতারে ঝংকার

পাঠান। (ঘাড় নাড়িয়া) হায় হায়, এমন অস্ত্র কি আছে! একটি বয়েত আছে— তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

বসন্ত রায়। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী বললে, খাঁসাহেব! সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার! তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস, তাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না। কেমন করে বলব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করে রোগ আরোগ্য করা, সে কেমন-তরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মৃদু জিনিস, তাতে শত্রু নাশ না করেও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা! বাঃ, কী তারিফ! খাঁসাহেব, তোমাকে একবার রায়গড়ে যেতে হচ্ছে। আমি যশোর থেকে ফিরে গিয়েই আমার সাধ্যমত তোমার কিছু—

পাঠান। আপনার পক্ষে যা 'কিছু' আমার পক্ষে তাই ঢের। হুজুর, আপনার সেতার বাজানো আসে?

বসন্ত রায়। বাজানো আসে কেমন করে বলি? তবে বাজাই বটে।

[সেতার-বাদন

পাঠান। বাহবা! খাসী!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আঃ, বাঁচলুম! দাদামশায়, পথের ধারে এত রাত্রে কাকে বাজনা শোনাচ্ছ?

বসন্ত রায়। খবর কী দাদা? সব ভালো তো? দিদি ভালো আছে?

উদয়াদিত্য। সমস্তই মঙ্গল।

বসন্ত রায়। (সেতার লইয়া গান)

ইমন। ঝাঁপতাল

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
তুমি গগনেরই তারা
মর্তে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, এ লোকটি কোথা থেকে জুটল?

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব বড়ো ভালো লোক। সমজদার ব্যক্তি; আজ রাত্রে এঁকে নিয়ে বড়ো আনন্দেই কাটানো গেছে।

উদয়াদিত্য। তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়? চটিতে না গিয়ে এই পথের ধারে রাত কাটাচ্ছ যে?

বসন্ত রায়। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। খাঁসাহেব, তোমাদের জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে। এখনো তো কেউ ফিরল না। সেই ডাকাতের দল কি তবে—

পাঠান। হুজুর, অভয় দেন তো সত্যকথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা, যুবরাজবাহাদুর আমাদের বেশ চেনেন। মহারাজ আমাকে আর আমার ভাই রহিমকে আদেশ করেন যে, আপনি যখন

নিমন্ত্রণ রাখতে যশোরের দিকে আসবেন তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।

বসন্ত রায়। রাম! রাম!

উদয়াদিত্য। বলে যাও।

পাঠান। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়েছে বলে কেঁদেকেটে আপনার অনুচরদের নিয়ে গেলেন। আমার উপরেই এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তবু এমন কাজে আমার প্রবৃত্তি হল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজা তো পৃথিবীরই রাজা, তাঁর আদেশে পৃথিবী নষ্ট করতে পার, কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও নষ্ট কোরো না। গরিব এখন মহারাজের শরণাগত। দেশে ফিরে গেলে আমার সর্বনাশ হবে!

বসন্ত রায়। তোমাকে পত্র দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে রায়গড়ে চলে যাও।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, তুমি এখান থেকে যশোরে যাবে নাকি?

বসন্ত রায়। হাঁ ভাই।

উদয়াদিত্য। সে কী কথা!

বসন্ত রায়। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি—একটা ঢেউ লাগলেই বাস্। আমার ভয় কাকে? কিন্তু আমি যদি না যাই তবে প্রতাপের সঙ্গে ইহজন্মে আমার আর দেখা হওয়া শক্ত হবে। এই-যে ব্যাপারটা ঘটল এর সমস্ত কালি মুছে ফেলতে হবে যে—এইখেন থেকেই যদি রায়গড়ে ফিরে যাই তা হলে সমস্তই জমে থাকবে। চল্ দাদা, চল্। রাত শেষ হয়ে এল।

৪

মন্ত্রসভায় প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না।

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

প্রতাপাদিত্য। উদয় কাল রাত্রেই বেরিয়ে গেছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে তো পূর্বেই জানিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। কী উপযুক্ত সময়েই জানিয়েছ! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি মন্ত্রী, এ সমস্তই সে তার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে করেছে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করে বলব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য। আমি কি তোমার কাছে বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি? তুমি কী আন্দাজ কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেনখাঁর উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শ-মতে আমি খুড়ারাজা-সাহেবের

লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপাদিত্য। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়?

পাঠান। তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলুম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকশিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল বলে জানবে।

প্রতাপাদিত্য। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও! না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপপুণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী। আমি এই কথা বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা

আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপাদিত্য। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার দাম কম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উলটে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে— তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয় তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্, তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড়ো বুকের পাটা! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবা মাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত রায়। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ! আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো— ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ, তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপাদিত্য। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ওই পাঠানকে ছাড়িস নে! [দ্রুত প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রস্থান

প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপাদিত্য। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর একদিন, মনে আছে, উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। চুপ করো। দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। যাও, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তাদের কয়েদ করো গে।

৫

রাজান্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। (বিভার গলা ধরিয়া) তুই অমন চুপ করে থাকিস কেন ভাই ? যা মনে আছে বলিস নে কেন ?

বিভা। আমার আর কী বলবার আছে ?

সুরমা। অনেক দিন তাঁকে দেখিস নি। তা তুইই নাহয় তাঁকে একখানা চিঠি লেখ্ না। আমি তোর দাদাকে দিয়ে পাঠাবার সুবিধে করে দেব।

বিভা। যেখানে তাঁর আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাঁকে লিখব ? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো ?

সুরমা। আচ্ছা গো আচ্ছা, না হয় তিনি খুব মানী, তাই বলে মানটাই কি সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো হল ? সেটা কি বিসর্জন করবার কোনো জায়গা নেই ?

গান

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি
টুটবে না ?
ওর মনের বেদন থাকবে মনে,
প্রাণের কথা ফুটবে না ?
কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে
নাই রহিল অটল হয়ে।
প্রেমেতে ঐ পাথর ক'য়ে
চোখের জল কি ছুটবে না ?

আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হতিস তো কী করতিস ? নিমন্ত্রণ-চিঠি না

পেলে এক-পা নড়তিস নে নাকি ?

বিভা। আমার কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু তাই বলে—

সুরমা। বিভা শুনেছিস ? দাদামশায় এসে পৌঁচেছেন।

বিভা। এখানে এলেন কেন ভাই ? আবার তো কিছু বিপদ ঘটবে না ?

সুরমা। বিপদের মুখের উপর তেড়ে এলে বিপদ ছুটে পালায়।

বিভা। না ভাই, আমার বুকের ভিতর এখনো কেঁপে উঠছে। আমার এমন একটা ভয় ধরে গেছে, কিছুতে ছাড়ছে না— আমার মনে হচ্ছে, কী যেন একটা হবে ! মনে হচ্ছে, যেন কাকে সাবধান করে দেবার আছে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

আচ্ছা, তিনি আমাদের দেখতে এখনো এলেন না কেন ?

বসন্ত রায়ের প্রবেশ ও গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো,
বেশিক্ষণ থাকব নাকো,
এসেছি দণ্ড-দুয়ের তরে।
দেখব শুধু মুখখানি,
শোনাও যদি শুনব বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে
হাসি দেখে দেশান্তরে।

সুরমা। (বিভার চিবুক ধরিয়া) দাদামশায়, বিভার হাসি দেখবার জন্যে তো আড়ালে যেতে হল না। এবার তবে দেশান্তরের উদ্‌যোগ করো।

বসন্ত রায়। না না, অত সহজে না। অমনি যে ফাঁকি দিয়ে হেসে তাড়াবে আমি তেমন পাত্র না। কেঁদে না তাড়ালে বুড়ো বিদায় হবে না। গোটা পনেরো নতুন গান আর একমাথা পুরোনো পাকা চুল এনেছি, সমস্ত নিকেশ না করে নড়ছি নে।

বিভা। মিছে বড়াই কর কেন? আধমাথা বৈ চুলই নেই!

বসন্ত রায়। (মাথায় হাত বুলাইয়া) ওরে, সে একদিন গেছে রে ভাই! বললে বিশ্বাস করবি নে, বসন্ত রায়েরও মাথায় একেবারে মাথাভরা চুল ছিল। সেদিন কি আর এত রাস্তা পেরিয়ে তোদের খোশামোদ করতে আসতুম? সেদিন একটা চুল পেকেছে কি, অমনি পাঁচটা রূপসী তোলবার জন্যে উমেদার হত। মনের আগ্রহে কাঁচা চুলসুদ্ধ উজাড় করে দেবার জো করত।

সুরমা। দাদামশায়, টাকের আলোচনা পরে হবে, এখন বিভার একটা যা-হয় উপায় করে দাও।

বসন্ত রায়। সেও কি আমাকে আবার বলতে হবে নাকি? এতক্ষণ কী করছিলুম? এই যে বুড়োটা রয়েছে, এ কি কোনো কাজেই লাগে না মনে করছ?

গান

মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।
অশ্রু-ধোয়া কাজলরেখা
আবার চোখে দিক না-দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন।

বিভা। দাদামশায়, সত্যি তুমি বাবার কাছে কিছু বলেছ?

বসন্ত রায়। একটা-কিছু যে বলেছি তার সাক্ষী আমি থাকতে থাকতেই হাজির হবে।

বিভা। কেন এমন কাজ করতে গেলে ?

বসন্ত রায়। খুব করেছি, বেশ করেছি।

বিভা। না দাদামশায়, আমি ভারি রাগ করেছি।

বসন্ত রায়। এই বুঝি বকশিশ ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর !

বিভা। না, সত্যি বলছি, কেন তুমি বাবাকে অনুরোধ করতে গেলে ?

বসন্ত রায়। দিদি, রাজার ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অভিমান করে ফল নেই— এরা সব পাথর !

বিভা। আমার নিজের জন্যে অভিমান করি বুঝি ! তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে ?

বসন্ত রায়। আচ্ছা বেশ, সে আমার সঙ্গে তার বোঝাপড়া হবে। ওরে তুই এখন—

গান

পিলু বারোয়াঁ

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
এগিয়ে নিয়ে আয়,
তারে এগিয়ে নিয়ে আয়।
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি
ঢেলে দে তার পায়,
ওরে ঢেলে দে তার পায়।
আসছে পথে ছায়া প'ড়ে,
আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়ছে ঝরে—
সময় বহে যায়,
ওরে সময় বহে যায়।

৬

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে বেশ করেছে! এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

২। বাকি আর রইল কী ঠাকুর? এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি- ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো!
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো!
এবার যা করবার তা সারো সারো!
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো!
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো!

২। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি।

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

৩। কী সর্বনাশ! সেখানে কী করতে যাচ্ছ?

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসব।

৪। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে?

৫। জান তো? যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে, পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

১। না, না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে, পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

১। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি?

২। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল্। একবার শহরটা দেখে আসবি।

৩। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

৩। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক্।

৪। না, না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

৩। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

৪। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরো একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন— শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত।
ভাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্র রায়ের কক্ষ

রামচন্দ্র রমাইভাঁড় ফর্নাণ্ডিজ ও মন্ত্রী

রামচন্দ্র। (তামাকু টানিয়া) ওহে রমাই!

রমাই। আজ্ঞা মহারাজ!

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ!

ফর্নাণ্ডিজ। (হাততালি দিয়া) হিঃ হিঃ হিঃ! হিঃ হিঃ হিঃ!

রামচন্দ্র। খবর কী হে?

রমাই। পরম্পরায় শুনা গেল, সেনাপতিমশাইয়ের ঘরে চোর পড়েছিল।

রামচন্দ্র। (চোখ টিপিয়া) তার পরে?

রমাই। নিবেদন করি মহারাজ! (ফর্নাণ্ডিজ তাঁর কোর্তার বোতাম খুলছেন ও দিচ্ছেন) আজ দিন তিন-চার ধরে সেনাপতিমশাইয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানতে পেরে কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাতে পারেন নি।

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

সেনাপতি। হিঃ হিঃ হিঃ!

রমাই। তার পর দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সইতে না পেরে জোড়হস্তে বললেন, 'দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরব।' রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গিন্নি বললেন, 'ওগো চোর এসেছে।' কর্তা বললেন, 'ওই যাঃ, ঘরে যে আলো জ্বলছে!' চোরকে ডেকে বললেন, 'আজ তুই

বড়ো বেঁচে গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাতে পারবি; কাল আসিস দেখি— অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস!'

রামচন্দ্র। হা হা হা হা!

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো!

সেনাপতি। ছি!

রামচন্দ্র। তার পরে?

রমাই। জানি না কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হল না, তার পর-রাত্রেও ঘরে এল। গিন্নি বললেন, 'সর্বনাশ হল, ওঠো।' কর্তা বললেন, 'তুমি ওঠো-না।' গিন্নি বললেন, 'আমি উঠে কী করব?' কর্তা বললেন, 'কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও-না, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না।' গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ; কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দেখো দেখি। তোমার জন্যই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও। বন্দুকটা আনো।' ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সেরে বললে, 'মশাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হয়েছে।' কর্তা বিষম ধমক দিয়ে বললেন, 'রোস্ বেটা! আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে আসবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তামাক খেয়ে চোর বললে, 'মশাই, আলোটা যদি জ্বালেন তো বড়ো উপকার হয়। সিঁদ-কাটিটা পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।' সেনাপতি বললেন, 'বেটার ভয় হয়েছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস্ নে।' বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বেঁধে চোর তো চলে গেল। কর্তা গিন্নিকে বললেন, 'বেটা বিষম ভয় পেয়েছে।'

রামচন্দ্র। রমাই, শুনেছ আমি শ্বশুরালয়ে যাচ্ছি?

রমাই। (মুখভঙ্গি করিয়া) অসারং খলু সংসারেং সারং শ্বশুর-মন্দিরং! (সকলের হাস্য)— কথাটা মিথ্যা নয় মহারাজ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার— আহারটা, সমাদরটা;

দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলই সার-পদার্থ। কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই যিনি—

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—

রমাই। (জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, তাকে অর্ধাঙ্গ বলবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করলে আমি বরঞ্চ একদিন তার অর্ধাঙ্গ হতে পারব এমন ভরসা আছে। আমার মতন পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়লেও তার আয়তনে কুলোয় না। [যথাক্রমে সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। আমি তো শুনেছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা, ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।

রমাই। সে কথায় কাজ কী! ঘরে আর সকল রকমই জঞ্জাল আছে. কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝেঁটিয়ে দেন যে একেবারে মহারাজের দুয়ারে এসে পড়ি। [সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। ওহে রমাই, তোমাকে এবার যে যেতে হবে— সেনাপতিকে সঙ্গে নেব। (সেনাপতিকে) যাত্রার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।

[মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনেছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করেছিল।

রমাই। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজের লেজ বানিয়ে দিয়েছিল।

রামচন্দ্র। (কাষ্ঠ হাসিয়া তাম্রকূটসেবন)

রমাই। আপনার এক শ্যালক এসে আমাকে বললেন, 'বাসরঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানতাম না।' আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, 'পূর্বে জানবেন কী করে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করতে এসেছেন, তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার।'

রামচন্দ্র। রমাই, এবারে গিয়ে জিতে আসতে হবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার আংটি উপহার দেব।

রমাই। মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেন তবে স্বয়ং শাশুড়ঠাকরুনকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল খাইয়ে আসতে পারি।

রামচন্দ্র। তার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই নিয়ে যাব।

রমাই। আপনার অসাধ্য কী আছে!

২

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের একদল প্রজা

১। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপসকল? আদর করে ধরে রাখবেন।

১। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ— পাহারা দিতে হয়— যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে!

২। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন, বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি

কত দুঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন— হায় হায়—

গান

কে বলেছে তোমায় বঁধু,
এত দুঃখ সইতে ?
আপনি কেন এলে বঁধু,
আমার বোঝা বইতে ?
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
তোমায় দেব না দুখ, পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু,
চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায়
মনের কথা কইতে।

৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব ?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

৩। যদি শুধোয় 'কেন দিবি নে' ?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন

হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

৫। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছোয়, তা জানিস!

৬। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্‌ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

৭। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস— পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে? যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! ওরে, সেই গানটা ধর্।

গান

বলো ভাই, ধন্য হরি!
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
ধন্য হরি সুখের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে!

ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে,
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসিমুখে !
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
আপনি কাছে আসেন হেসে,
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে,
ধন্য হরি, ধন্য হরি !
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে !
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি !

৩

বিভার কক্ষ

রামমোহনের প্রবেশ ও প্রণাম

বিভা। মোহন, তুই এতদিন আসিস নি কেন ?

রামমোহন। তা মা, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়। তুমি কোন্ আমাকে মনে করেছ ? সে কথা বলো! একবার ডাকলেই তো হত। অমনি লজ্জা হল! আর মুখে উত্তরটি নেই! না না, মা, অবসর পাই নে বলেই আসতে পারি নে— নইলে মনে মনে ওই চরণপদ্মদুখানি কখনো তো ভুলি নে।

বিভা। মোহন, তুই বোস্, তোদের দেশের গল্প আমায় বল্।

রামমোহন। মা, তোমার জন্ত চারগাছা শাঁখা এনেছি, তোমাকে ওই হাতে পরতে হবে, আমি দেখব।

মহিষীর প্রবেশ

বিভা। (স্বর্ণালংকার খুলিয়া, হাতে শাঁখা পরিয়া) এই দেখো মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলে আমায় চারগাছি শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে।

মহিষী। (হাসিয়া) তা, বেশ তো মানিয়েছে। মোহন, এই বারে তোর সেই আগমনী গানটি গা। তোর গান শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে।

রামমোহন— গান

সারা বরষ দেখি নে মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা !
নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়নতারা।

এলি কি পাষাণী ওরে!
দেখব তোরে আঁখি ভরে,
কিছুতেই থামে না যে মা,
পোড়া এ নয়নের ধারা।

মহিষী। মোহন চল্, তোকে খাইয়ে আনি গে।

[রামমোহন ও মহিষীর প্রস্থান

সুরমা ও বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। সুরমা— ও সুরমা! একবার দেখে যাও। তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। বয়স যদি না যেত তো আজ তোর ওই মুখ দেখে এইখানে মাথা ঘুরে পড়তুম আর মরতুম। হায় হায়, মরবার বয়স গেছে। যৌবনকালে ঘড়ি-ঘড়ি মরতুম। বুড়োবয়সে রোগ না হলে আর মরণ হয় না।

গান

হাসিরে কি লুকাবি লাজে,
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

৪

প্রমোদসভা। নৃত্যগীত

রামচন্দ্র রায়

নটীর গান

পরজ বসন্ত। কাওয়ালি

না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি বঁধু, তোমারে খুঁজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি!
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

(রামচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন)

রামচন্দ্র। (দ্বারের কাছে উঠিয়া আসিয়া অনুচরের প্রতি) রমাইয়ের খবর কী?

অনুচর। কিছু তো জানি নে।

রামচন্দ্র। এখনো ফিরল না কেন? ধরা পড়ে নি তো?

অনুচর। হুজুর, বলতে তো পারি নে।

রামচন্দ্র। (ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া) গাও, তোমরা গাও! কিন্তু ওটা নয়— একটা জলদ তাল লাগাও।

নটীর গান

ভৈরবী। কাওয়ালি

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না! না! না!'
যত বলি 'নাই রাতি—
মলিন হয়েছে বাতি'
মুখ-পানে চেয়ে বলে, 'না! না! না!'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে
এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না! না! না!'

রামচন্দ্র। এ কী রকম হল! গান শুনে যে কেবলই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। কেন, উঠব কেন?

রামমোহন। শীঘ্র আসুন, আর দেরি করবেন না।

রামচন্দ্র। চমৎকার গান জমেছে— এখন বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডেকে পাঠিয়েছেন— বিশেষ কথা আছে।

রামচন্দ্র। আচ্ছা, তোমরা গান করো, আমি আসছি।— রমাইয়ের কী হল জান? এখনো সে এল না কেন?

৫

প্রতাপাদিত্যের শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও লছমন সর্দার

প্রতাপাদিত্য। দেখো লছমন, আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

লছমন। (সেলাম করিয়া) যো হুকুম মহারাজ!

রাজশ্যালকের প্রবেশ

রাজশ্যালক। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করবেন না।

প্রতাপাদিত্য। কী মুশকিল! আজ রাত্রে এরা আমাকে ঘুমোতে দেবে না নাকি! [পাশ ফিরিয়া শয়ন

রাজশ্যালক। মহারাজ, রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে আছেন। তাঁকে মার্জনা করুন। লছমনকে সেখানে যেতে নিষেধ করুন। তাতে আপনার অন্তঃপুরের অবমাননা হবে।

প্রতাপাদিত্য। এখন আমার ঘুমোবার সময়। কাল সকালে তোমাদের দরবার শোনা যাবে —

তুমি বলছ রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে? আচ্ছা, লছমন!

লছমন। মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর হতে বাহিরে আসবে. তখন আমার আদেশ পালন করবে। এখন সব যাও— আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোরো না।

[লছমন ও রাজশ্যালকের প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তরে নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন) বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সম্ভব?

প্রতাপাদিত্য। (দ্রুত বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন সম্ভব নয়?

বসন্ত রায়। ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?

প্রতাপাদিত্য। ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এ বোঝবার বয়স তার হয় নি! ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে যে রোজকার করে খায়, তাকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করবার জন্যে এনেছে— এতটা বুদ্ধি যার জোগাতে পারে, তার ফল কী হতে পারে সে বুদ্ধিটা আর তার মাথায় জোগাল না! দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে তখন তার মাথাও শরীরে থাকবে না।

বসন্ত রায়। আহা, সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বোঝে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোরের রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে জ্ঞান যদি তোমার থাকবে, তবে কি ওই পাকা মাথার উপর মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পার! তোমার ওই মাথাটা ধূলিতে লুটাবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাতে বাধা পড়ল। এই তোমাকে স্পষ্টই বললুম। খুড়ামহাশয়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

[বসন্ত রায়ের দিকে পিছন করিয়া চোখ বুজিয়া শয়ন

বসন্ত রায়। প্রতাপ, আমি সব বুঝেছি— তুমি যখন একবার ছুরি তোল তখন সে ছুরি একজনের উপর পড়তেই চায়; আমি তার লক্ষ্য হতে সরে পড়লুম বলে আর-একজন তার লক্ষ্য হয়েছে। ভালো প্রতাপ,

তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করতেই চায়, তবে আমাকেই করুক! প্রতাপ! (প্রতাপ নিদ্রার ভানে নিরুত্তর) প্রতাপ! (প্রতাপ নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো। (প্রতাপ নিরুত্তর) করুণাময় হরি!

[বসন্ত রায়ের প্রস্থান

৬

নটনটীগণ

প্রথমা। কই, এখনো তো ফিরলেন না!

দ্বিতীয়া। আর তো ভাই, পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া। ফের কি সভা জমবে নাকি?

প্রথমা। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এত বড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ-হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল!

তৃতীয়া। বাতিগুলো সব নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা। আমার কেমন ভয় করছে ভাই!

দ্বিতীয়া। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল! ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া। মিছে না ভাই! একটা গান ধর্। ওগো, তোমরা ওঠো ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! এসেছেন নাকি?

প্রথমা। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো-না গো! কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না— না কী?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা। অ্যাঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি?

দ্বিতীয়া। দূর! কয়েদ করতে যাবে কেন?

তৃতীয়া। গান

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে !
গোপনে কে এমন করে ফাঁদ ফেঁদেছে।
বসন্তরজনীশেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে।

প্রথমা। তোর সকল সময়েই গান। ভালো লাগছে না। কী হল বঝতে পারছি নে।

৭

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ

বিভা উদয়াদিত্য রামচন্দ্র রায় ও সুরমা

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

(বসন্ত রায়কে দেখিয়া মুখে কাপড় ঢাকিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠিল)

বসন্ত রায়। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, একটা উপায় করো।

উদয়াদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীদের জন্যে আমি ভাবি নে। সদর-দরজায় এই প্রহরে যে দু-জন পাহারা দেয় তারাও আমার বশ আছে। কিন্তু দেখলুম বড়ো ফটক বন্ধ, সে তো পার হবার উপায় নেই।

বসন্ত রায়। উপায় নেই বললে চলবে কেন? উপায় যে করতেই হবে। দাদা, চলো।

উদয়াদিত্য। যদি-বা ফটক পার হওয়া যায়, এ রাজ্য থেকে পালাবে কী করে?

রামচন্দ্র। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের ছিপ রয়েছে, একবার তাতে চড়ে বসতে পারলে আমি আর কাউকে ভয় করি নে।

বসন্ত রায়। সে নৌকো কোথায় আছে ভাই?

উদয়াদিত্য। সে নৌকো আমি রাজবাটীর দক্ষিণ পাশের খালের মধ্যে আনিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছোব কী করে?

রামচন্দ্র। রামমোহন কোথায় গেল?

উদয়াদিত্য। সে বন্ধ ফটকের উপর খাঁচার সিংহের মতো বৃথা ধাক্কা মারছে, তাতে কোনো ফল হবে না।

বিভা। খাল তো দূরে নয়। তোমার দক্ষিণের ঘরের জানালার একেবারে নীচেই তো খাল।

উদয়াদিত্য। সে যে অনেক নীচে। লাফিয়ে পড়া চলে না তো।

সুরমা। (উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে) আমাদের এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো ফল হবে তা তো বোধ হয় না। মহারাজ কি শুতে গিয়েছেন?

বসন্ত রায়। হাঁ, শুতে গিয়েছেন— রাত তো কম হয় নি।

সুরমা। মা কি একবার তাঁর কাছে গিয়ে—

উদয়াদিত্য। মা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না। জানলে তিনি কান্নাকাটি করে এমনি গোলমাল বাধিয়ে তুলবেন যে, আর কোনো উপায় থাকবে না। জানই তো, তিনি মহারাজের কাছে কিছু বলতে গেলে সমস্তই উলটো হবে— মাঝের থেকে কেবল তিনিই অস্থির হয়ে উঠবেন।

সুরমা। বিভা, কাঁদিস নে বিভা! এ কখনো ঘটতেই পারে না। এ একটা স্বপ্ন— এ সমস্তই কেটে যাবে।

রামমোহনের প্রবেশ

রামচন্দ্র। কী রামমোহন, কী করবি বল্।

রামমোহন। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ—

রামচন্দ্র। আরে তোর প্রাণ নিয়ে আমার কী হবে? এখন পালাবার উপায় কী?

রামমোহন। মহারাজ, তুমি যদি ভয় না কর, আমি এক কাজ করতে পারি।

রামচন্দ্র। কী বল্।

রামমোহন। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে রাজবাটীর ছাতের উপর থেকে আমি খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি।

বসন্ত রায়। কী সর্বনাশ! সে কি হয়!

রামচন্দ্র। না, সে হবে না। আর-একটা সহজ উপায় কিছু বল্‌।

রামমোহন। যুবরাজ, আমাকে গোটাকতক মোটা চাদর এনে দাও— পাকিয়ে শক্ত করে দক্ষিণের দরজার সঙ্গে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিই।

উদয়াদিত্য। ঠিক বলেছিস রামমোহন। বিপদের সময় সব চেয়ে সহজ কথাটাই মাথায় আসে না। চল্‌ চল্‌।

বিভা। মোহন, কোনো ভয় নেই তো?

রামমোহন। কোনো ভয় নেই মা। আমি দড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে নামিয়ে নিয়ে যাব। জয় মা কালী!

৮

অন্তঃপুর

মহিষী

মহিষী। কী হল বুঝতে পারছি নে তো। সকলকেই খাওয়ালুম, কিন্তু মোহনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে কেন? বামী!

বামীর প্রবেশ

এদিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন?

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন? তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল। তোমার শরীরে সইবে কেন?

মহিষী। সে কি হয়! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। সে নিশ্চয় রাজকুমারীর মহলে গেছে, তিনি তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

মহিষী। আমি তো ও-মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ — এর মানে কী, কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন? চলো, তুমি শুতে চলো।

মহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

মহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে।

উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী! রাত কম হয়েছে?

মহিষী। গানবাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না! ওরা মনে কী ভাববে বল্ তো।, এ-সমস্তই ওই বউমার কাণ্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে, একটা দিন কি আর—

বামী। মা, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো।

মহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বৈকি।

মহিষী। ওষুধের কথা বলেছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

৯

শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য। প্রহরী পীতাম্বর

অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কত রাত আছে ?

পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপাদিত্য। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপাদিত্য। কী হয়েছে ?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম, বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীরা ?

পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। তারা কী বললে ?

পীতাম্বর। আমার কথায় কোনো জবাব দিলে না, হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায় কোথায় ? উদয়াদিত্য, বসন্ত রায় কোথায় ?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপাদিত্য। বোধ করি! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে ? মন্ত্রীকে ডাকো।

[পীতাম্বরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী। হ্যাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপাদিত্য। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) পরিত্যাগ করে গেছে, প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। (মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডেকে নিয়ে এসো। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপাদিত্য। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার। সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপাদিত্য। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত পা ইচ্ছা করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এসো। সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে?

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।

প্রতাপাদিত্য। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে।

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ— যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে অন্তঃপুর হতে বেরিয়েছিলেন।

ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি শুনলেন না।

বসন্ত রায়। হাঁ, হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। তবে তোর দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা, যুবরাজ—

প্রতাপাদিত্য। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজ্ঞে বউরানীমা—

প্রতাপাদিত্য। বউরানী! ওই সেই শ্রীপুরের— (বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্ত রায়। বাবা প্রতাপ, উদয়ের এতে কোনো দোষ নেই।

প্রতাপাদিত্য। দোষ নেই? তুমি দোষ নেই বলছ বলেই তাকে বিশেষরূপে শাস্তি দেব। তুমি মাঝে পড়ে মীমাংসা করতে এসেছ কেন? শোনো পিতৃব্যঠাকুর! তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোরে এসে উদয়াদিত্যের সঙ্গে দেখা কর তবে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

বসন্ত রায়। (কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া) ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চললেম।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

উদয়াদিত্যের ঘরের অলিন্দ

উদয়াদিত্য ও মাধবপুরের একদল প্রজা

উদয়াদিত্য। ওরে, তোরা মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

১। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায়?

২। তা, মরতে যদি হয় তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়াদিত্য। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে, দুঃখই পাবি।

৩। আমাদের দুঃখই ভালো কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

৪। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়। তুমি চলে এসেছ বলে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

৫। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কাকে মানিস নে রে? তোরা কাকে রাজা করবি?

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

১। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপাদিত্য। কিসের দরবার?

১। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপাদিত্য। বলিস কী রে!

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপাদিত্য। আর, ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি করবি নে!

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

প্রতাপাদিত্য। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

১। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপাদিত্য। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

২। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপাদিত্য। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

১। আমাদের ঠাকুর? তিনি তো পুজোয় বসেছেন! এখনই আসবেন। ওই-যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা? কী ভাই?

উদয়াদিত্য। এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে।

উদয়াদিত্য। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জলছে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপাদিত্য। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বৈকি! নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খেপা সে!
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন্ বাতাসে!

ওরে খেপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক।

(সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত)

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি, দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এত বড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে!

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি— তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে, ব্যথা আমার বেঁচে থাক্‌।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই, কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ?

(প্রজাদের প্রতি) দেখ্‌ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা।— বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে? তোদের বুদ্ধি এখনো হল না! রাজা বললে 'বৈরাগী তুমি রইলে', তোরা বললি 'না, তা হবে না'— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল বলে রাখলে কারে ?
হুকুম তোমার ফলবে কবে ?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পারো,
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী—
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও—
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। কী, হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুঝি ?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দু দিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্তেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ্, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা? আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা, সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না?

প্রতাপাদিত্য। না।

২

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়!

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না!

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না; সংসার লজ্জা দিতেও যেমন লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি। সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা। শুনেছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খুব নাম শুনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুনবি বিভা? ওই দেখ্‌ – কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়!

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা, এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী।

[প্রস্থান

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

সুরমা। আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য। সে তো হবে না!

সুরমা। কেন?

উদয়াদিত্য। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা। কী সর্বনাশ! অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন!

উদয়াদিত্য। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন, আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি— মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা— শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে!

উদয়াদিত্য। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না, তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা। মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি —কোথায় সব পাঠাব?

উদয়াদিত্য। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা-রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না, সে ভয় নেই।

সুরমা। কেন?

উদয়াদিত্য। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন?

সুরমা। কিন্তু, শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়াদিত্য। সে তো আমি আছি।

সুরমা। ও কথা বোলো না।

উদয়াদিত্য। বলতে বারণ কর তো বলব না, কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না?

সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়াদিত্য। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে নাকি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা। তুমি কিন্তু কিছু কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়াদিত্য। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা। আমি দেব না তো কে দেবে! ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম-ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য। সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়াদিত্য। কী বলো দেখি।

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়াদিত্য। লজ্জার কথা বৈকি।

সুরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে। একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না! স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়াদিত্য। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা। সে শক্তির অভাব নেই, বিভা তোমারই তো বোন বটে!

উদয়াদিত্য। আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়াদিত্য। আমার কেবলই ভয় হয়, তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো এক দিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই আছে।

উদয়াদিত্য। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা, চললুম, কিন্তু দেখো—

[প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুরমা। ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো ?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কত দিন চলবে ? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে।

সুরমা। ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়া-পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে।

[উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না!

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী ? তুমি তো ঠেকাতে পারতে না।

মহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী— জামাই বুঝি রাগ করেই গেল। এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে। তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই— যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

মহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম— এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে।

বামী। ভয় খুব ছিল কিন্তু সে কেটে গেছে।

মহিষী। কী করে কাটল ?

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক! আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে, কিন্তু ওঁর ভয়ডর

নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

মহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম সেটা ঠিক আছে তো?

বামী। সে সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

মহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেরই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

মহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি— এতক্ষণে হয়তো—

মহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

মহিষী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মহিষী!

মহিষী। কী মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। এ সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে!

মহিষী। কী কাজ?

প্রতাপাদিত্য। ওই-যে আমি তোমাকে বলেছিলুম, শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে। এ কাজটা কি আমার সৈন্য সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপাদিত্য। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের? আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না নাকি?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী জন্যে?

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি। ওই বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে, সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপাদিত্য। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে— এ বাড়ি থেকে ওই মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ সব কথা তোমরা বুঝবে না— সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপাদিত্য। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপাদিত্য। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে— আমি এক ওষুধ জানি, শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ওই শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাব। এখন যা করতে হয় করো গে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে! কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়াদিত্য। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপাদিত্য। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়াদিত্য। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপাদিত্য। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না। দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম

ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন, স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন, আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।

[উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি ?

বামী। সে তো এনেছি— পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো ?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন, কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয় তা হলে উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম !

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয় ভাবনা করবার সময় নেই বামী। একটা-কিছু করতেই হবে; মহারাজকে তো জানিস, কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ওই বউটাকে বিদায় করতে পারলে, তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর, আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই।

[প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক!

উদয়াদিত্য। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে?

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না। বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে, মহারাজই জানেন।

উদয়াদিত্য। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকুমাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি!

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমা বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক— কী বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই, এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ারমুখী, আমার বাছাকে তুই কী করলি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি? অবশেষে— সে রাজার ছেলে— তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নে?

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা! বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই।

আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বুকের ভিতর যেন আগুনে জলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান করুন, যেন আমি গেলেই শান্তি হয়।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না তো? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে? বামী, বামী!

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা?

মহিষী। ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু, বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদ-বিপদের কথা বলা যায় কি!

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস?

বামী। বেশিক্ষণ নয়, এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম, মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে! হরি, রক্ষা করো!

বামী! তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে!

মহিষী। না না, ছি ছি, অমন কথা বলিস নে। দেখ্‌, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয় গে। যা বামী, যা! শিগগির যা!

[বামীর প্রস্থান

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা মা, কী হল মা!

মহিষী। কী হয়েছে বিভু!

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা! তোমরা তাকে কী করলে মা! কী খাওয়ালে!

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে বামী, বামী! শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ!

উদয়াদিত্য। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে, কী সর্বনাশ হল!

উদয়াদিত্য। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ! আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা!

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে! ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি এক মুহূর্ত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল!

উদয়াদিত্য। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল।

৪

প্রাসাদের দ্বারের বাহিরে

মাধবপুরের প্রজাদল

১। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

২। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগীঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে, মুশকিলে পড়ব।

কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো।

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্ বাবা, দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি, কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

১। আমরা আর তো কিছু চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

২। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

৩। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উর্ধ্বস্বরে) দোহাই যুবরাজবাহাদুর !

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

১। তোমার হুকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছেন,

তাঁর হুকুমও মানব— কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আমায় নিয়ে কী হবে!

১। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়াদিত্য। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে! এমন কথা মুখে আনিস! তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না!

২। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

৩। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।

৪। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

৫। আমাদের মা-লক্ষ্মী কোথায় গেল রাজা?

১। আমাদের দয়া করেছিল বলেই সে গেল।

২। এ রাজ্যে কেউ আমাদের মুখ তুলে চায় নি, সন্তানের সেই অনাদর কেবল আমাদের মার মনে সয় নি।

৩। দু বেলা মা আমাদের কত যত্ন করে কত খাবার পাঠিয়েছে! সেই মাকে রাখতে পারলুম না রে!

৪। কিন্তু রাজা, তুমি মুখ ফিরিয়ে চলেছ কোথায়? তোমাকে ছাড়ছি নে।

৫। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা শোন্, আমি বলি, তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

১। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য। চেষ্টা করব। কিন্তু, আর দেরি না, এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক! তোমার জয় হোক!

৫

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র মন্ত্রী দেওয়ান, রমাই ও অন্যান্য সভাসদগণ

রামচন্দ্র। (গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সম্মুখস্থ একজন অপরাধীর বিচার করিতেছেন) বেটা, তোর এত বড়ো যোগ্যতা !

অপরাধী। (সরোদনে) দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নি।

মন্ত্রী। বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা !

দেওয়ান। বেটা, জানিস নে, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয় তখন তাকে রাজটিকা পরাবার জন্যে সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে, তিনি তাঁর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে তাকে টিকা পরিয়ে দেন।

রমাই। বিক্রমাদিত্যের বেটা প্রতাপাদিত্য, ওরা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো। কেঁচোর পুত্র হল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খেয়ে খেয়ে বিষম ফুলে উঠল। সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথাটা কুলোপানা করে তুলেছে, আর চক্র ধরতে শিখেছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করে আসছি, আমরা বেদে— আমরা জাতসাপ চিনি নে ?

রামচন্দ্র। আচ্ছা, যা। এ যাত্রা বেঁচে গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।

[মন্ত্রী রমাই ও রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজবাবাজি বিষম গোলে পড়লেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের লোহা আর বালা-দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়।

যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করলেন। তা নিয়ে তম্বি কত!

রামচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) বটে!

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হচ্ছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন তাই ভেবে তাঁর আহারনিদ্রা নেই।

রামচন্দ্র। সত্যি নাকি?

[হাস্য ও তাম্রকূটসেবন

মন্ত্রী। আমি বললুম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে কাজ নেই! তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করেছেন, এতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে। তার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে এনে ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনো তোমরা কর নি। কেমন হে ঠাকুর?

রমাই। তার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়েছেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না তো কী!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, আহার প্রস্তুত।

[রমাই ও মন্ত্রীর প্রস্থান

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (করজোড়ে) মহারাজ!

রামচন্দ্র। কী রামমোহন?

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি মা-ঠাকরুনকে আনতে যাই।

রামচন্দ্র। সে কি কথা!

রামমোহন। আজ্ঞে হাঁ। অন্তঃপুর অন্ধকার হয়ে আছে, আমি তা দেখতে পারি নে। অন্দরে যাই, মহারাজের ঘরে কাকেও দেখতে

পাই নে, আমার যেন প্রাণ কেমন করতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী ঘরে এসে ঘর আলো করুন, দেখে চক্ষু সার্থক করি।

রামচন্দ্র। রামমোহন, তুমি পাগল হয়েছ? সে মেয়েকে আমি ঘরে আনি!

রামমোহন। (নেত্র বিস্ফারিত করিয়া) কেন মহারাজ?

রামচন্দ্র। বল কী রামমোহন! প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনব?

রামমোহন। কেন আনবেন না হুজুর? আপনার রানীকে আপনি যদি ঘরে এনে তাঁর সম্মান না রাখেন তা হলে কি আপনার সম্মানই রক্ষা হবে!

রামচন্দ্র। যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?

রামমোহন। (বক্ষ ফুলাইয়া) কী বললেন মহারাজ? যদি না দেয়? এত বড়ো সাধ্য কার যে দেবে না? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কার সাধ্য তাঁকে আমাদের কাছ হতে কেড়ে রাখতে পারে? আমার মাকে আমি আনব, তুমিই বা বারণ করবার কে?

[প্রস্থানোদ্যম

রামচন্দ্র। (তাড়াতাড়ি) রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি আনতে যাচ্ছ যাও— তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। রমাই কিম্বা মন্ত্রীর কানে এ কথা যেন কোনোমতে না ওঠে।

রামমোহন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

চতুর্থ অঙ্ক

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপাদিত্য। ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগুলো তো ঠিক ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপাদিত্য। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও ?

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে, 'ওই যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপাদিত্য। রাজ্যরক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী ! অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য, তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না ?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না ?

মন্ত্রী। হাঁ, চেয়েছিল।

প্রতাপাদিত্য। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না ?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো। কিন্তু আমি বরঞ্চ নির্দোষকে দণ্ড দেব, কিন্তু যেখানে রাজ্যের কিছুমাত্র অহিত ঘটবার আশঙ্কা আছে সেখানে বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

২

রায়গড়। বসন্ত রায়ের প্রাসাদ

বসন্ত রায় একাকী আসীন

পাঠানের প্রবেশ ও সেলাম

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এসো এসো! সাহেব, তোমার মুখ এমন মলিন দেখছি কেন? মেজাজ ভালো তো?

পাঠান। মেজাজের কথা আর বলবেন না মহারাজ! একটি বয়েত আছে— রাত্রি বলে, আমার কি হাসবার ক্ষমতা আছে? যখন চাঁদ হাসে তখনই আমি হাসি, নইলে সব অন্ধকার! মহারাজ, আমরাই বা কে। আপনি না হাসলে যে আমাদের হাসি ফুরিয়ে যায়! আমাদের আর মুখ নেই প্রভু!

বসন্ত রায়। সে কী কথা সাহেব! আমার তো অসুখ কিছুই নেই।

পাঠান। এখন আপনার আর তেমন গানবাজনা শুনি নে। আপনার যে সেতার কোলে কোলেই থাকত সে তো আর দেখতেই পাই নে।

বসন্ত রায়। সেতার! সেতারে তো নাড়া দিলেই বেজে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মনে যখন সুর লাগে না তখন কার সাধ্য তাকে বাজায়।

সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। জয় হোক মহারাজ! [প্রণাম

বসন্ত রায়। আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? মুখ শুকনো যে! খবর সব ভালো তো? শীঘ্র বল্‌।

সীতারাম। খবর বড়ো খারাপ— সব বলছি।

পাঠান। হুজুর, তবে এখন আসি।

[সেলাম ও প্রস্থান

বসন্ত রায়। সীতারাম, কী হয়েছে সব বল্ বল্, আমার প্রাণ বড়ো অধীর হচ্ছে। আমার দাদার—

সীতারাম। নিবেদন করছি মহারাজ! যুবরাজকে আমাদের মহারাজ কারাদণ্ড দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। কারাদণ্ড! সে কী কথা! কেন, উদয় কী অপরাধ করেছিল?

সীতারাম। সে তো আমরা কিছু বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ একদিন শুনলুম যুবরাজ বন্দী।

বসন্ত রায়। অ্যাঁ! বন্দী!

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ!

বসন্ত রায়। সীতারাম, এ কী কথা! তাকে কি একেবারে জেলখানায় ফৌজ-পাহারায় বন্ধ করে রেখেছে?

সীতারাম। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাকে কি একবার বেরোতেও দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

বসন্ত রায়। সে একলা কারাগারে।

সীতারাম। হাঁ মহারাজ।

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমাকে বন্দী করুক-না— আমি আপনি গিয়ে ধরা দিচ্ছি।

সীতারাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

বসন্ত রায়। কিন্তু, কী হবে সীতারাম! কী করা যায়?

সীতারাম। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে। আপনাকে যেতে হচ্ছে। একবার যশোরে চলুন।

বসন্ত রায়। সে তো যাবই। একবার তো প্রতাপকে বলে কয়ে চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

৩

চন্দ্রদ্বীপ। রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র মন্ত্রী রমাই দেওয়ান ও ফর্নাণ্ডিজ

রামমোহনের প্রবেশ। জোড়হস্তে দণ্ডায়মান

রামচন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) কী হল রামমোহন ?

রামমোহন। সকলই নিষ্ফল হয়েছে।

রামচন্দ্র। (চমকিয়া) আনতে পারলি নে ?

রামমোহন। আজ্ঞে না, মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করেছিলুম।

রামচন্দ্র। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বেটা, তোকে যাত্রা করতে কে বলেছিল ? তখন তোকে বার বার করে বারণ করলুম, তখন যে তুই বুক ফুলিয়ে গেলি, আর আজ—

রামমোহন। (কপালে হাত দিয়া) মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।

রামচন্দ্র। (আরো ক্রুদ্ধ হইয়া) রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করে ভিক্ষা চাইতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিলে না! এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনো হয় নি।

রামমোহন। (নত শির তুলিয়া) ও কথা বলবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিতেন, আমি যেমন করে পারি আনতুম। প্রতাপাদিত্য রাজা বটেন, কিন্তু আমার রাজা তো নন।

রামচন্দ্র। ওরে হতভাগা বেটা, তবে হল না কেন ?
(রামমোহন নীরব) রামমোহন, শীঘ্র বল্।

রামমোহন। মহারাজ, তাঁর ভাই আজ কারাগারে।

রামচন্দ্র। তাতে কী হল ?

রামমোহন। ভাইয়ের এই বিপদের দিনে তাঁকে একলা ফেলে চলে

আসেন, এমন মা কি আমার ?

রামচন্দ্র। বটে! আসতে চাইলেন না বটে! আমার লোক গিয়ে ফিরে এল!

রামমোহন। রাগ করেন কেন মহারাজ! রাগ যদি করতে হয় তা হলে যারা আপনার বুদ্ধি নষ্ট করেছে তাদের উপর রাগ করুন।

রামচন্দ্র। তার মানে কী হল ?

রামমোহন। যুবরাজ যে আজ বন্দী তার গোড়াকার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুললেন ? এ-সমস্ত তো আমাদেরই জন্যে! এমন স্থলে আমাদের মহারানী-মাকেও তো জোর করে বলতে পারলুম না, যে, আমাদের কর্মের ফল তোমার ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে তুমি চলে এসো।

রামচন্দ্র। বেরো বেটা, বেরো তুই! এখনই আমার সুমুখ হতে দূর হয়ে যা!

রামমোহন। যাচ্ছি মহারাজ, কিন্তু এ কথা বলে যাব যে, সতীলক্ষ্মী যদি এবার তাঁর ভাইকে ছেড়ে চলে আসতেন তা হলে তাঁর স্বামীর পাপ বৃদ্ধি হত— সেই ভয়েই তিনি হৃদয় পাষাণ করে রইলেন, আসতে পারলেন না।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ, আর-একটি বিবাহ করুন।

দেওয়ান। মন্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন। তা হলে প্রতাপাদিত্য এবং তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে।

রমাই। এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমশাইকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে ভুলবেন না, নইলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করতে পারেন!

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ!

রমাই। বরণ করবার জন্য এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়িঠাকরুনকে ডেকে পাঠাবেন, আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—

প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন এক থাল মিষ্টান্ন পাঠাবেন তখন তার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠিয়ে দেবেন।

রামচন্দ্র। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ!

[সভাসদগণের হাস্য। সকলের অলক্ষ্যে ফর্নাণ্ডিজের প্রস্থান

দেওয়ান। তা, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে তা হলে তো যশোরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হয়ে যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর খাবার উপযুক্ত লোক থাকে না।

রামচন্দ্র। আমার শ্বশুরকে এখনই একটা চিঠি লিখে দিতে হচ্ছে।

মন্ত্রী। কী লিখব?

রমাই। লেখো, তোমার রাজত্ব এবং রাজকন্যা তোমারই থাক্— জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! ওঃ হোঃ হোঃ!

মন্ত্রী। তা বেশ, ওই কথাই গুছিয়ে লেখা যাবে।

রামচন্দ্র। আজই ও চিঠি রওনা করে দিয়ো।

৪

যশোহর। প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও? পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে, তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপাদিত্য। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনো দিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়। ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই। আমাকে তার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয়, এই অনুমতি দাও।

প্রতাপাদিত্য। সে হতে পারবে না।

বসন্ত রায়। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী করে রাখো! আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক, দণ্ডও এক হোক— যত দিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ ও প্রণাম

বসন্ত রায়। কী সীতারাম, খবর কী?

সীতারাম। খবর পরে বলব। এখন শীঘ্র একবার আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

বসন্ত রায়। কেন সীতারাম? কোথায় যেতে হবে?

[বসন্ত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ

বসন্ত রায়। (বিস্ফারিত নেত্রে) অ্যাঁ! সত্যি নাকি!

সীতারাম। মহারাজ, কথা কবার সময় নেই, শীঘ্র আসুন।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখাটা করে আসি-না?

সীতারাম। না, সে হয় না— আর দেরি না।

বসন্ত রায়। তবে কাজ নেই— চলো। (অগ্রসর হইয়া) কিন্তু বেশি দেরি হত না— একবার দেখা করেই চলে আসতুম।

সীতারাম। না মহারাজ, তা হলে বিপদ হবে

[প্রস্থান

৫

কারাগার। উদয়াদিত্য

অনুচরের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। লোচনদাস!

লোচনদাস। যুবরাজ!

উদয়াদিত্য। যুবরাজ কাকে বলছ!

লোচনদাস। আজ্ঞে, আপনাকে।

উদয়াদিত্য। আমার এই যৌবরাজ্য যেন পরম শত্রুর ভাগ্যেও না পড়ে। লোচন!

লোচনদাস। আজ্ঞে।

উদয়াদিত্য। সময় এখন কত? বিভার কি আসবার সময় হয় নি?

লোচনদাস। আজ্ঞে, এখনো কিছু দেরি আছে। মায়ের ভোগ সারা হলে তিনি নিজের হাতে প্রসাদ নিয়ে আসবেন।

উদয়াদিত্য। সন্ধ্যারতি এতক্ষণে হয়ে গেছে বোধ হয়?

লোচনদাস। আজ্ঞে হাঁ, হয়ে গেছে।

উদয়াদিত্য। পাখিরা সব বাসায় ফিরে গেছে। নহবতখানায় এতক্ষণে ইমন-কল্যাণের সুর বাজছে। লোচন, বিভার শ্বশুরবাড়ি থেকে কি আজও লোক আসে নি?

লোচনদাস। একবার মোহন এসেছিল।

উদয়াদিত্য। তবে? বিভা কি—

লোচনদাস। দিদিঠাকরুন আপনাকে একলা রেখে যেতে পারলেন না।

উদয়াদিত্য। সে হবে না, সে হবে না! তাকে যেতে হবে! যেতেই হবে! আমার জন্যে ভাবনা নেই— আমার সমস্ত সইবে।

এই-যে তার ফুলগুলি এখনো শুকোয় নি। সকালবেলায় পুজোর পরে

প্রসাদী ফুল এনে দিয়ে গেল, তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলুম।

লোচনদাস। আহা, দেবীই বটে!

উদয়াদিত্য। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। আমি সইতে পারব। তাকে ধরে রাখব না।

বাহিরে। আগুন আগুন!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আগুন লেগেছে! পালান পালান!

৬

খালের ধারে নৌকার সম্মুখে

সীতারামের সহিত যুবরাজের দ্রুত প্রবেশ

সীতারাম। এই নৌকা, এই নৌকা, আসুন, উঠে পড়ুন—

নৌকার ভিতর হইতে বসন্ত রায়ের অবতরণ

বসন্ত রায়। দাদা এসেছিস? আয় দাদা, আয়। [বাহুপ্রসারণ

উদয়াদিত্য। দাদামশায়! [আলিঙ্গন

বসন্ত রায়। কী দাদা?

উদয়াদিত্য। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারি দিকে চাহিয়া) দাদামশায়!

বসন্ত রায়। এই-যে আমি দাদা, কেন ভাই?

উদয়াদিত্য। (দুই হস্ত ধরিয়া) আজ আমি ছাড়া পেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি— আর আমার সুখের কী অবশিষ্ট রইল! এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকবে!

সীতারাম। (করজোড়ে) যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।

উদয়াদিত্য। (চমকিত হইয়া) কেন? নৌকায় কেন?

সীতারাম। নইলে এখনই আবার প্রহরীরা আসবে, এখনই ধরে ফেলবে।

উদয়াদিত্য। (বিস্মিত হইয়া) আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি?

বসন্ত রায়। (হাত ধরিয়া) হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ।

সীতারাম। যুবরাজ, আমি তোমাকে উদ্ধার করবার জন্তে কারাগারে আগুন লাগিয়েছি।

উদয়াদিত্য। কী সর্বনাশ! মরবি যে!

সীতারাম। তুমি যত দিন কয়েদে ছিলে প্রতি দিনই আমি মরেছি!

উদয়াদিত্য। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) না, আমি পালাতে পারব না।

বসন্ত রায়। কেন দাদা, এ বুড়োকে কি ভুলে গেছিস?

উদয়াদিত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না না— আমি কারাগারে ফিরে যাই।

বসন্ত রায়। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেমন করে যাবি যা দেখি! আমি যেতে দেব না।

উদয়াদিত্য। এ হতভাগাকে নিয়ে কেন বিপদ ডাকছ?

বসন্ত রায়। দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হয়ে উঠল। তার এই নবীন বয়সে সে কি তার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দেবে?

উদয়াদিত্য। চলো, চলো, চলো!—

সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাতে চাই।

সীতারাম। নৌকাতেই লিখে দেবেন। ওইখানেই চলুন।

[প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্য ও গীত

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।
তুমি দু হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে!
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়,
বলিহারি যাই!

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই,
আগল যাবে সরে,
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে—
ঘুচবে সব বালাই।

৭

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপাদিত্য। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক— এ-সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপাদিত্য। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ না হবে তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপাদিত্য। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। মহারাজ, পত্র—

প্রতাপাদিত্য। কার পত্র?

দ্বারী। হুজুর, যুবরাজের হাতের লেখা।

প্রতাপাদিত্য। কে এনেছে?

দ্বারী। একজন নৌকার মাঝি।

প্রতাপাদিত্য। সে কোথায় গেল?

দ্বারী। সে পালিয়েছে। [প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। (পত্রপাঠান্তে) এই দেখো মন্ত্রী, উদয় আমার কাছে

মাপ চেয়েছে।

মন্ত্রী। (করজোড়ে) তাঁকে মাপ করুন মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। তাকে মাপ করব না তো কী! সে আমার দণ্ডের যোগ্য নয়। কিন্তু— মুক্তিয়ার খাঁ!

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। খোদাবন্দ্। [সেলাম

প্রতাপাদিত্য। অশ্ব প্রস্তুত আছে— তুমি এখনই যাও! কাল রাত্রে আমি বসন্ত রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

মুক্তিয়ার। যো হুকুম মহারাজ!

[প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। না মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাঁকে আবার কিসের প্রয়োজন?

প্রতাপাদিত্য। আর কিছু নয়— সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম— তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ! আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কী করে! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপাদিত্য। ক-দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে, কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই

লুকোচুরি খেলা— ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারব না— কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পরে খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে। আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা।
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলংকার
তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারা রাত্তি
ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপাদিত্য। বল কী বৈরাগী! গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ— অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপাদিত্য। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক— আমরা কোথায় লাগি? তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি! যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে 'যাব না'?

পঞ্চম অঙ্ক

রায়গড়। বসন্ত রায়ের প্রাসাদসংলগ্ন প্রান্তর

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। মহারাজ যে দাদামশায়কে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন তার সম্ভাবনা নেই। আমি এখানে থেকে তাঁর এই বিপদ ঘনিয়ে তোলা কোনোমতেই উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা না। আজই আমাকে পালাতে হবে। দাদামশায়কে বলে যাওয়া মিথ্যা। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। উঃ! আজ সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে; দেখি দাদামশায় কী করছেন, তাঁকে— ও দিকে কে একটা লোক সরে গেল, ও আবার কে?

পশ্চাৎ হইতে মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ ও সেলাম

সম্মুখ হইতে দুইজন সৈন্যের প্রবেশ ও সেলাম

উদয়াদিত্য। কে! মুক্তিয়ার খাঁ? কী খবর?

মুক্তিয়ার। জনাব, আমাদের মহারাজের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে এসেছি।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ মুক্তিয়ার?

[উদয়াদিত্যের হস্তে মুক্তিয়ার খাঁর আদেশপত্র প্রদান

উদয়াদিত্য। এর জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখে আদেশ করলেই তো আমি যেতুম। আমি তো আপনিই যাচ্ছিলুম, যাব বলেই স্থির করেছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোরে ফিরে যাই।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) এখনই ফিরতে পারব না তো হুজুর, আমার যে আরো কাজ আছে।

উদয়াদিত্য। (ভীত হইয়া) কেন ! কী কাজ ?

মুক্তিয়ার। আরো এক আদেশ আছে, তা পালন না করে যেতে পারব না।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ ? বলছ না কেন ?

মুক্তিয়ার। রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করেছেন।

উদয়াদিত্য। (চমকিয়া উচ্চস্বরে) না— করেন নি ! মিথ্যা কথা !

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে যুবরাজ, মিথ্যে নয়। আমার কাছে মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।

উদয়াদিত্য। (সেনাপতির হাত ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝেছ। মহারাজ আদেশ করেছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও তা হলে বসন্ত রায়ের—

আমি যখন আপনি ধরা দিচ্ছি, তখন আর কী ? আমাকে এখনই নিয়ে চলো— এখনই নিয়ে চলো— বন্দী করে নিয়ে চলো, আর দেরি কোরো না।

মুক্তিয়ার। যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নি। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করেছেন—

উদয়াদিত্য। তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ, তাঁর অভিপ্রায় এরূপ নয়। আচ্ছা চলো, যশোরে চলো। আমি মহারাজের সাক্ষাতে তোমাদের বুঝিয়ে দেব। তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন সম্পন্ন কোরো।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) যুবরাজ, মার্জনা করুন। তা পারব না।

উদয়াদিত্য। (অধীরভাবে) মুক্তিয়ার, মনে আছে আমি এককালে সিংহাসন পাব ? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।

[মুক্তিয়ার খাঁ নীরব

(সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ

পুণ্যাত্মাকে বধ করলে নরকেও তোমার স্থান হবে না!

মুক্তিয়ার। মনিবের আদেশ পালন করতে পাপ নেই।

উদয়াদিত্য। মিথ্যা কথা! যে ধর্মশাস্ত্রে তা বলে সে ধর্মশাস্ত্রও মিথ্যা। নিশ্চয় জেনো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করলে পাপ।

[মুক্তিয়ার খাঁ নীরব

তবে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি গড়ে ফিরে যাই। তোমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেখানে যেয়ো— আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে তার পর তোমার আদেশ পালন কোরো।

[কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও উদয়াদিত্যকে বেষ্টন

উদয়াদিত্য। (উচ্চৈঃস্বরে) দাদামশায়, সাবধান!

[সৈন্যগণ-কর্তৃক বন্দী

দাদামশায়, সাবধান!

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। কে গো?

উদয়াদিত্য। যাও যাও— গড়ে ছুটে যাও— মহারাজকে সাবধান করে দাও।

মুক্তিয়ার। বাঁধো ওকে।

[পথিক গ্রেপ্তার

২

কতিপয় বালককে লইয়া বসন্ত রায়

বসন্ত রায়। বাবা, খুব ভালো করে শিখে নাও। এবারকার রাসলীলায় খুব ধুম হবে। আমি নিজে পদ রচনা করেছি— একেবারে নিখুঁত করে গাইতে হবে। রায়গড়ে এবার আমাদের উদয় এসেছে— আমার সেই বঁধু (গাহিতে গাহিতে)—

শিশুকাল হতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা।

বাবা, ধরো, তোমাদের গান ধরো—

ভৈরবী

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে!
মন নাই যদি দিল, নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক কেড়ে।
এ কী খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি,
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক,
মোরা হারি যদি, যাই হেরে!
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে
সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি—

ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে,
ও যে তাই আসে, তাই ফেরে।

দাদা এখনো কেন এল না! ওরে, দাদা কি ফিরেছে?

অনুচর। না, তিনি তো ফেরেন নি।

বসন্ত রায়। দাদা যে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে রে। সঙ্গে লোক আছে তো?

অনুচর। না, তিনি লোক ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। ওরে, তোরা একজন কেউ যা। ও কে ও? এ কী! এ যে মুক্তিয়ার খাঁ। খাঁসাহেব, ভালো তো?

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। (সেলাম করিয়া) হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। আহারাদি হয়েছে?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ। গোপনে কিছু কথা আছে।

বসন্ত রায়। আচ্ছা, তোমরা সব যাও।

[সকলের প্রস্থান

আজ তবে তোমার এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিই।

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, প্রয়োজন নেই। কাজ সেরে এখনই যেতে হবে।

বসন্ত রায়। না, তা হবে না খাঁসাহেব, আজ তোমাকে ছাড়ব না। আজ এখানে থাকতেই হবে। লোকজন তো সঙ্গে অনেক দেখছি। কোথাও লড়াইয়ে বেরিয়েছ নাকি? রসদের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে তো? ওরে!

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, কিছুই করতে হবে না, আমরা শীঘ্রই যাব।

বসন্ত রায়। কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ শীঘ্র বলো, বিশেষ জরুরি শুনে উদ্‌বেগ হচ্ছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নি?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি। মহারাজের একটি আদেশ পালন করতে এসেছি।

বসন্ত রায়। কী আদেশ? এখনই বলো।

আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান এবং বসন্ত রায়ের পত্র পাঠ। দ্বারে সৈন্যগণের সমাবেশ

বসন্ত রায়। এ কি প্রতাপের লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা!

মুক্তিয়ার। হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করেছি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল সে আমাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?

মুক্তিয়ার। তিনি বন্দী হয়েছেন, মহারাজের নিকট বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

বসন্ত রায়। উদয় বন্দী হয়েছে! বন্দী হয়েছে খাঁসাহেব! আমি একবার তাকে কি দেখতে পাব না?

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) না জনাব, হুকুম নেই।

বসন্ত রায়। (মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া) একবার তাকে দেখতে দেবে না খাঁসাহেব!

মুক্তিয়ার। আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।

বসন্ত রায়। এসো সাহেব, তোমার অন্য আদেশটাও পালন করো।

মুক্তিয়ার। (মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে) মহারাজ, আমাকে মার্জনা করবেন— আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নেই।

বসন্ত রায়। না সাহেব— তোমার দোষ কী। তোমার কোনো দোষ নেই। প্রতাপকে বোলো, এই পাপে তার প্রয়োজন ছিল না— আমি আর কত দিনই বা বাঁচতুম। আমি মরতে ভয় করি নে। কিন্তু, এইখানেই পাপের শান্তি হোক, শান্তি হোক— আর নয়। উদয়কে যেন— খাঁসাহেব, কী আর বলব— ঈশ্বর যা করেন তাই হবে— আমাদের কেবল কান্নাই সার।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বন্দীভাবে উদয়াদিত্য

প্রতাপাদিত্য। কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?

উদয়াদিত্য। আপনি যা আদেশ করেন।

প্রতাপাদিত্য। তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নও।

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।

প্রতাপাদিত্য। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব?

উদয়াদিত্য। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব— আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না, সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপাদিত্য। তুমি তবে কী চাও?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে— কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়াদিত্য। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপাদিত্য। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপাদিত্য। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পারো।

উদয়াদিত্য। তাঁর অনুমতি নিয়েছি।

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, তবে কি তুই কাশী যাওয়াই স্থির করলি? আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল্।

[প্রতাপের প্রস্থান

(সরোদনে) বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছেড়ে গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার নিয়ে থাকব? রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করে তুই সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি— আর আমার মুখে এই রাজবাড়ির অন্ন যে বিষের মতো ঠেকবে! [রোদন

উদয়াদিত্য। মা, মিথ্যা কেন কাঁদছ? যে মুক্তি পেয়েছে তার জন্যেও আবার কান্না! আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। রাজবাড়িতে জন্ম দিয়ে তোকে চিরদিন কেবল দুঃখ দিয়েছি— আমার ভাগ্য দিয়ে যখন তোর সুখ হল না তখন আমি আর তোকে কী বলে এখানে রাখব! ঈশ্বর তোকে যেখানে রাখেন সুখে রাখুন— কিন্তু বাবা, বিভার কী হবে?

উদয়াদিত্য। কী করে বলব মা! মহারাজের কাছে হুকুম নিয়েছি, ওকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেব। সেখানে যদি সুখে থাকে তো ভালো— না যদি থাকে তবু ভালো— ভগবান যদি প্রসন্ন থাকেন ওর ভালো তো কেউ কেড়ে নেবে না।

বিভা। দাদা, দাদামহাশয় কেমন আছেন?

প্রতাপাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো— মার পা ছুঁয়ে শপথ করবে এসো।

৪

বাটীর বাহিরে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন—আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই—আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই! আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। [কোলাকুলি

দাদা, যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে ?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে ?
নাহয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে !
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে ?
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,

ভয় মিটেছে বেঁচেছে সে—
তারে কে আর পাড়বে!

উদয়াদিত্য। বৈরাগীঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই? মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতমুত কিছু নেই তো?

উদয়াদিত্য। কিছু না— বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো!

উদয়াদিত্য। ও কী কর! ও কী কর! অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এত বড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আজ আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো— তাকে একবার দেখি!

উদয়াদিত্য। সে তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— তাকে ডেকে আনছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে কোলেই দিন কেটে গেল, দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের এই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ, কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগীঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ওই রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারিগানের সুর

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে,
যায় রে কোন্ চুলায় রে!
ও কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি, তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন— আমিও সঙ্গে আছি।—

কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

৫

বরবেশে রামচন্দ্র

সম্মুখে নৃত্যগীত

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও— লোকজনদের দেখো গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের আলোর মতো, তার ধোঁয়ায় দম আটকে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গানবাজনা ভালো জমছে না ফর্নাণ্ডিজ।

ফর্নাণ্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না। আমার এই বুকে বাজছে, আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্যি ?

ফর্নাণ্ডিজ। কসের গুজব ?

রামচন্দ্র। ওই তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন ?

ফর্নাণ্ডিজ। হাঁ মহারাজ, যশোরের একটি লোকের কাছে শুনলুম তাঁদের আসবার কথা হচ্ছে। আমাকে যদি আদেশ করেন মহারাজ, আমি তাঁদের এগিয়ে আনবার জন্যে যাই।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে ? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ যদি আদেশ করেন তাদের হাসিসুদ্ধ মুখটা আমি একেবারে সাফ করে দিতে পারি !

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে

কিছুতে ভুলতে পারছি নে! কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্নাণ্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নাণ্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না! রাগ করলে বা!

রামচন্দ্র। হা, হা, হা, হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলোবার চেষ্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

রামমোহন দ্রুত আসিয়া

রামমোহন। চুপ! আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ! আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ওই হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস!

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না।

ফর্নাণ্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন? ওদের একটু গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।

উপসংহার

নদীতীরে নৌকা

বিভা ও রামমোহন

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন। তুই কি আমায় নিতে এলি?

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়?

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়!

বিভা। ভালো দিন নয়! তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন। বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা, বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভ লগ্ন পড়েছে!

রামমোহন। শুভ লগ্ন! মিথ্যে কথা। সমস্ত ভুল।

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্! মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বৈকি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিভা। অনেক দেরি হয়ে গেছে? সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে!

রামমোহন। ফুরিয়ে গেছে, সব ফুরিয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না! আমি তপস্যা করে ফেরাব, আমি

জীবন-মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি খবর নিতে গেছেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি? দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি?

রামমোহন। ওই ময়ূরপংখির সাজসজ্জায় আগুন লাগুক, আগুন লাগুক!

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গেলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস! তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন! [মোহন নিরুত্তর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দগ্ধ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম না। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ বইতে পারি তা কি তুই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যখন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে, তখন কেন

এলি নে! আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলুম না।

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখি তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের? আমি হেঁটে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছে।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পৌঁছোলে! আর আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি। চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়— ওই বাঁশি আমার কানে বিষ ঢালছে। ওরে, আর-এক দিন কী বাঁশি শুনেছিলুম সেই কথা মনে পড়ছে! চল্ চল্ ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা! কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেলে! মা, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ মা! তোমার এই সন্তানের মুখের দিকে একবার চাও।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা।

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়ূরপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা। হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে, আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবি নে?

রামমোহন। আমি সঙ্গে যাব না তো কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা। কিসের জন্যে যাব? সেখানে আমার কোনো আশা নেই বলেই যাব। আমার রাগ অভিমান, আমার সমস্ত বাসনা বিসর্জন করব বলেই যাব। আমি কি এত দূরে এসে অমনি চলে যাব! যে আজ আসছে তাকে আশীর্বাদ করে যাব না? নিজের হাতে করে তার হাতে আমার রাজাকে সমর্পণ করব।

রামমোহন। তার পরে?

বিভা। তার পরে! ভগবানের পৃথিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে। আমারও মিলবে।

রামমোহন। সেইসঙ্গে আমারও মিলবে। আমি তোমাকে আনতে পারি নি, কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মা।

বিভা। মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও।

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল— সে কথা তো আর ভোলবার নয়! সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না। সে শাস্তি আমিই নিলুম, প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ, আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ মায়ের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি। কিচ্ছু ভেবো না।

উদয়াদিত্য। এখন কী করবি বোন?

বিভা। ভেবেছিলুম, রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত, সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা। আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়াদিত্য। তুই কোথায় যাবি বিভা?

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব।

উদয়াদিত্য। হায় রে অদৃষ্ট!

বিভা। দাদা, আমি আজ মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

রামমোহন। ওই দেখো মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে— ওই-যে মশালের আলো! ওই-যে ময়ূরপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগীঠাকুর!

ধনঞ্জয়। কেন দিদি?

বিভা। আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ! তোমার

এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে! একেবারে জোর তলব। চল্ চল্! চল্ চল্! পা ফেলে চল্! খুশি হয়ে চল্! হাসতে হাসতে চল্! রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের!

গান

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর
ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে!
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে!
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে।
ঘাটের রশি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে।